তারিখ ... 04 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৬ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি

গাইবান্ধা নিমজ্জিত ॥ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় সব নদ-নদীর পানি অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকায় ৬টি জেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। গাইবান্ধা শহরের উপর দিয়ে এখন বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং সেখানে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের ৬০টি ইউনিয়নের ৫০০ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। জামালপুরের অর্ধেক এলাকাই এখন বন্যাকবলিত। বাহাদুরাবাদ ঘাট ভেঙ্গে যাওয়ায় ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। শেরপুরে বন্যায় ৭ জন নিখোঁজ রয়েছে। ঢাকা-শেরপুর সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর ঃ

গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে। শহরের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। কোথাও শুকনো জায়গা নেই। বোনারপাড়া রেলজংশনসহ বেশ ক'টি স্টেশন পানিতে ডুবে গেছে। ঢাকার সঙ্গে রেল ও সড়ক যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। জেলার ফুলছড়ি, সাঘাটা, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, পলাশবাড়ি ও সদর থানার প্রতিটি বাড়িতে পানি উঠেছে। জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি, খাবার, জ্বালানি এবং পশুখাদ্যের চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রায় ৬০ হাজার লোক বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে।

সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। সিরাজগঞ্জের কাছে যমুনার পানি বিপদসীমার ৪৪ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৭টি থানার ৬০টি ইউনিয়নের ৫০০ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে। সিরাজগঞ্জ-কাজীপুর সড়কের কিছু অংশ পানিতে ডুবে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সিরাজগঞ্জের পৌর

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

গাইবান্ধা নিমজ্জিত

এলাকার জানপুর, কোবদাসপাড়া এবং রানীগ্রামে পানি ওঠায় প্রায় ৫ হাজার মানুষ পুরনো রেল লাইনে আশ্রয় নিয়েছে। জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাটে যমুনার পানি বিপদসীমার ৫৭ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পানিও বিপদসীমার ৮ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে বইছে। জেলার ৭টি থানার ৬৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩৪টিই এখন বন্যাকবলিত। বাহাদুরাবাদ ঘাট ভেঙ্গে যাওয়ায় ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

কুড়িগ্রামের ৬টি থানার তিন শ' গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদসীমার ৪২ সেঃ মিঃ এবং ধরলার পানি ৫ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ২৪৮ মিঃ মিঃ বৃষ্টি হয়েছে। রৌমারী, কাজীপুর ও চিলমারী থানার ১৩টি ইউনিয়নের ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানির স্রোতে ২শ' গবাদিপশু ভেসে গেছে।

শেরপুর জেলার ৫১টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। নালিতাবাড়ী এবং ঝিনাইগাতী থানার সব নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সীমান্তবর্তী থানা নালিতাবাড়ীতে ৭ জন নিখোঁজ রয়েছে। এলাকাবাসী জানিয়েছে, ৪টি লাশ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে দেখা গেছে। ঢাকা-শেরপুর সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

বগুড়ার সারিয়াকান্দি এলাকায় যমুনার পানি আরও বেড়ে বিপদসীমার ৭৯ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সারিয়াকান্দির ৫০টি গ্রাম এখনও বন্যাকবলিত। বাঙালী ও করতোয়ায় পানি বেড়ে যাওয়ায় বগুড়ার পূর্বদিকে আরও নতুন এলাকায় বন্যার পানি ঢুকেছে।

বাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৭টি থানা বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে। তিতাস নদীর পানি বিপদসীমার ২৭ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ১০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ১২ হাজার একর জমির আমন ধান তলিয়ে গেছে।